শীতের নয়, প্রার্থনা বরং আমাদের

সদ্যফোটা কুমড়োফুলের রঙ মেখে শীত - সকালের রোদ সটান উঠে আসে
খোলা বারান্দায়। তাকে এক জামবাটি মুড়ি আর স্রেফ কাঁচালঙ্কা আদা - কুচি
দাও ভালো - না দিলেও অনুযোগ নেই.....
এইমাত্র সিউলিরা খেজুর - রসের হাঁড়ি নামিয়ে সন্তর্পণে তার মুখের কাছের
ফেনা সরাচ্ছে,
ঝকঝকে মাজা সোনার বরন কাঁসার গেলাসে মদের মতন লালচে রস একেব
ারে
তার নাকের ডগায়..... আঃ, কী মন মাতানো সুবাস !
জুলজুল চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে শীতসকালের মিহিন রোদ সবার দৃষ্টির
আড়ালে
ঠোঁটটা একবার যেন জিভ দিয়ে চেটে নেয়....।

না, আসলে শীতের কোনো প্রার্থনা নেই। আমাদের কাছেও না,
আর বসন্তের দরজায় তো না-ই ?
প্রার্থনা বরং আমাদের। আমরাই তো বলি ঃ এই নরম মিঠেল রোদের গায়ে
কুয়াশার ধূসর চাদর জড়িয়োনা, তার চেয়ে জয়নগর - মজিলপুর থেকে যতো
পারো
তাওল ঘ্রাণের স্বাদু মোয়া পাঠাও, আর যশোর - টাকি থেকে নলেন গুড়ের
পাটালি....।

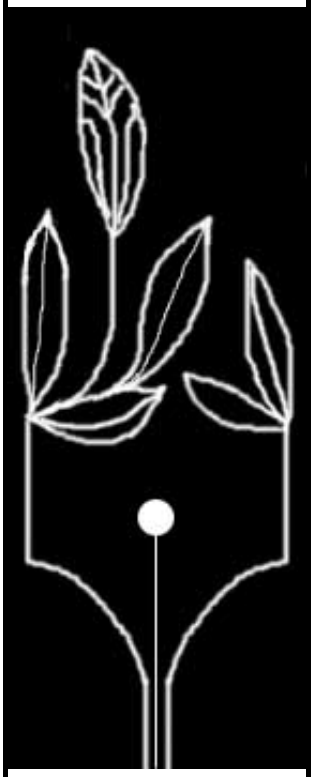

নচিকেতা ঘমের কাছে কোন্ সত্য জানতে চেয়েছিল --- মৃত্যুর, না জীবনের ?
উত্তরে হিমেল হাওয়া দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চড়ে কলকাতার ব্রিগেডের
ঘাসে এসে নামুক, ছড়িয়ে পড়ুক গ্রাম - বাংলার ধান কাটা ফাঁকা মাঠে,
গৃহস্থের
নিকোনো উঠোনো--- পরিচ্ছন্ন দাওয়ায়.....
সুর্য ডুবে সন্ধ্যা নেমে এলে শুকনো পাতা জড়ো করে আমরা আগুন জ্বালাবে
া,
তারপর তারই তাতে বসে শরীরে ওম নেবো..... মৃত্যুকেও হাত ধরে
কাছে ডেকে নিয়ে বলবো ঃ আয় বাছা, হাত - পাগুলো একটু সেঁকে নে.....!

তারপর আদা - চায়ের ধুমায়মান পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনুরোধ করবে
া---
ভেবে দ্যাখ, এখানেই এল. আই. জি. স্কীমের দেড় কামরার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে
আমাদের সঙ্গেই থেকে যাবি কিনা.....

অমেলেন্দু দত্ত

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com